www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
ইনোভেশন কর্নার
অভিব্যক্তি
কবিতা

সংখ্যা ২৪ | পৌষ ১৪২৬, ডিসেম্বর ২০১৯ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH
THE TRUSTED MARKET PARTNER

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি

একটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজার এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে দেশী বা প্রবাসীদের সঞ্চয়কে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত পুঁজিবাজার যা বিনিয়োগকারীগণের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত। বিগত ৪৩ বছর যাবৎ দেশের পুঁজিবাজারে সাফল্যের সাথে লাভজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রমালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) যার প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং সঞ্চয় সংগ্রহ। আইসিবি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন হতে ইনভেস্টরস্ স্কিম চালুর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সর্বপ্রথম পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে আইসিবি কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ধারণার প্রবর্তন একটি মাইলফলক উদ্যোগ যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি সৃষ্ট ইনভেস্টরস্ স্কিম, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড-এর কার্যক্রম স্বীকৃত নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম/ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইসিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্ত্র ও পাট, স্বাস্থ্য, সেবা খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু সফল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে আইসিবি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিগত পাঁচ বছরের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং তদানুযায়ী পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সফলভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে আরও অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রতিবছর যে পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় ৯.৫০ শতাংশ লেনদেন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা অর্থনীতির গতিকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা, সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করা, সরকার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে অফলোড করা, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা, ইনভেস্টরস স্কিমে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীগণকে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মূল পুঁজিবাজারে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা অন্যতম। এ ছাড়া, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধিমালা প্রণয়নে আইসিবি মতামত প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখে চলেছে। ফলে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরণের কারসাজি রোধ করাসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হচ্ছে।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ

চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

এ.বি.এম রুহুল আজাদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

কাজী আলমগীর

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আতাউর রহমান প্রধান

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ আবুল হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ জাকির হোসেন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

মহাব্যবস্থাপক

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান

মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন

উপ-মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মাহাবুব-উল-আলম

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:

প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা - ১০০০।

ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল: info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৪-০৬

- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)-এর ১৮তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান
- ঢাকা-বাকু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে সম্মত
- ফিলিস্তিনের হেবরন শহরে বঙ্গবন্ধুর নামে সড়ক হবে
- লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে চালু হলো বাংলা বন্ড
- সহজে ব্যবসা করার সূচকে ৮ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
- শেয়ারবাজারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইপিও সৌদি আরামকো
- বিশ্বে প্রতিবছর নষ্ট হওয়া খাবার দিয়ে ২০০ কোটি লোককে খাওয়ানো সম্ভব

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ০৬-০৯

- মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
- সাফা (SAFA) ও আইসিএবি পুরস্কার পেল আইসিবি
- আইসিবি-এর ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি)-এর ৯৬তম সভা
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
- ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা ২০১৯ পেল আইসিবি
- আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের শুভ উদ্বোধন
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- Snaps of Internal Training Programme
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল
- আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি ১০-১১

শোক বার্তা ১১

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১২-১৩

পুঁজিবাজার ১৩-১৫

- এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কয়েকটি শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৬

Sukuk: A new frontier for financing in Bangladesh

শুদ্ধাচার কর্নার ১৭

এপিএ কর্নার ১৭

ইনোভেশন কর্নার ১৭

অভিব্যক্তি ১৮-২১

পুঁজিবাজার ভাবনা

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনে সরকার ও আইসিবির উদ্যোগ

শব্দদূষণ সৃষ্টিতে হাইড্রোলিক হর্ন

কবিতা ২২

শহিদমিনার

অপচয়-আর নয়

সম্পাদকীয়

৪৮ বছর আগে ১৯৭১ সালে দখলদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে মুক্তিযুদ্ধের সেই মহান শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করছি। পৃথিবীর বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করেছে আলোচনার মাধ্যমে, বিনা রক্তপাতে। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে লাখো প্রাণের বিনিময়ে। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এক অভিন্ন লক্ষ্যে। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্মৃতি। আমাদের ঐক্য ও সংহতির পেছনে ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে গত ৪৮ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটেছে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, কৃষি খাতের অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক, শিল্প খাতের প্রসার ঘটেছে এবং সাম্প্রতিক কালে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশও উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতির সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, উত্তরবঙ্গের মঙ্গা দূর হয়েছে, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ইত্যাদির হার কমেছে। সামষ্টিক অর্থনীতি বিবেচনায় প্রতিবছর আমরা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে থাকি এবং স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি কিংবা দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকি। একইভাবে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেমন- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রূপকল্প-২০৪১। ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হতে চাই। বর্তমান সরকার ২০২০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত এক বছরে ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো সেরা ২০টি দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সথে সংগতি রেখে একটি সুদৃঢ় পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে আইসিবি তার জন্মলগ্ন হতেই নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত পুঁজিবাজারে প্রায় ৬ হাজার ৪ শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২০১১ সালে পতনশীল বাজারকে সাপোর্ট দেয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে আইসিবির উদ্যোগে ৫ হাজার কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড গঠন এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ২ হাজার কোটি টাকার বন্ড ইস্যু অন্যতম। আশার কথা হচ্ছে, পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে আইসিবির পাশাপাশি দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন: সোনালীব্যাংক, জনতাব্যাংক, অগ্রণীব্যাংক, রূপালীব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে আইসিবির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোটেল পুর্বানী ইন্টারন্যাশনাল-এ অনুষ্ঠিত এ সভায় সম্মানিত শেয়ার মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে ২৯.২২ কোটি টাকা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসহ সম্মিলিতভাবে ৬০.১৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইসিবির শেয়ার মালিকগণের জন্য ১০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড অনুমোদন করা হয়। এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি ইউনিটফান্ড এর ইউনিটধারীদের জন্য ইউনিট প্রতি ৪১.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আইসিবির ভূমিকা শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। আইসিবির উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা কর্পোরেশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)-এর ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগদান

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)-এর চেতনা সমুন্নত রাখা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারকরণের আহ্বানের মধ্য দিয়ে ২৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম)-এর ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। আজারবাইজানের রাজধানী বাকু কংগ্রেস সেন্টারে ন্যাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনস্থলে এসে পৌঁছালে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান। ন্যাম-এর বর্তমান চেয়ারপারসন নিকোলাস মাদুরো সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত ভাষণ দেন এবং ভাষণের পরই আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভ সর্বসম্মতিক্রমে আগামী তিন বছরের জন্য ন্যাম-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সম্মেলনের শুরুতেই ২০১৬ সালে ভেনিজুয়েলায় অনুষ্ঠিত ১৭তম ন্যাম সম্মেলনের পর থেকে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী ন্যাম নেতৃবৃন্দের সম্মানে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ন্যাম বিশ্বের ১২০টি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি ফোরাম, যা বড় কোনো পাওয়ার ব্লকের পক্ষে বা বিপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত নয়। ঐতিহাসিকভাবেই ন্যাম বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ন্যাম জাতিসংঘের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫৫ শতাংশ জনগণ ন্যামের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অধিবাসী। এই দেশগুলোতে বিশ্বে মোট তেলের ৭৫ এবং মোট গ্যাসের ৫০ শতাংশেরও বেশী মজুদ রয়েছে, পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে।

ঢাকা-বাকু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে সম্মত

বাংলাদেশ ও আজারবাইজান দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম এলিয়েভের মধ্যে ২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুই নেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং আজারবাইজানের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গভীর করার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসেবে আজারবাইজানের সহযোগিতার কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ইস্যুতে নৈতিক এবং বৈষয়িক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আজারবাইজানের প্রতি ধন্যবাদ জানান। দুই নেতাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতে আজারবাইজানে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত হবে। বাংলাদেশের কৃষি খাতের চমকপ্রদ সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোও এ সময় তুলে ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এলিয়েভ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এত বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

ফিলিস্তিনের হেবরন শহরে বঙ্গবন্ধুর নামে সড়ক হবে

ফিলিস্তিনের হেবরন শহরের একটি সড়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ আল মালিকি ১৮তম ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে বাকু কংগ্রেস সেন্টারে দ্বিপক্ষীয় বুথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন। তিনি এই সড়কের নামফলক উন্মোচনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। রিয়াদ আল মালিকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিন ইস্যু উত্থাপনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে চালু হলো বাংলা বন্ড

বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি 'টাকা বন্ড' চালু হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বাংলা বন্ড। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে অর্থায়ন সংকট দূর করার লক্ষ্যে ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) সহায়তায় এ বন্ড চালু হয় এবং একই তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে (এলইসি) তালিকাভুক্ত হয়। বন্ডটি তালিকাভুক্তির বিষয়ে আইএফসি ও এলইসির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাংলাদেশের গৌরবজনক অধ্যায়, প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ সুযোগের নানা দিক তুলে ধরেন। একই দিন বাংলা বন্ডের নানা দিক তুলে ধরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এলইসি। এতে মাননীয় অর্থমন্ত্রীসহ এলইসি ও আইএফসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এলইসিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর এখন প্রবাসী বাংলাদেশিরা টাকা বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারবেন। বিনিয়োগ সুযোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অর্থায়ন সংকটও কিছুটা দূর হবে এর মাধ্যমে। বন্ডটি হবে তিন বছর মেয়াদি। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বাংলাদেশ যে অনেক দূর যাবে, তার শুরুটাই হচ্ছে বাংলা টাকা বন্ড চালু। বাংলা বন্ড চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশি মুদ্রা টাকা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠল। এ বন্ডে বেসরকারি খাতের যাঁরা বিনিয়োগ করবেন, তাঁরা ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হারে সুদ পাবেন। আর বন্ড থেকে টাকা নিয়ে যাঁরা তাঁদের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবেন, তাঁদের সুদ পরিশোধ করতে হবে ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপকে এই বন্ড থেকে ৮০ কোটি টাকা দেয়া হবে। বন্ডটির মেয়াদ তিন বছর হলেও পরে তা বাড়িয়ে পাঁচ বছর, এমনকি দশ বছর মেয়াদি করারও পরিকল্পনা রয়েছে। এ দফায় ৮০ কোটি টাকার ছাড়া হলেও শিগগিরই এই বন্ডের আকার হবে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং পর্যায়ক্রমে তা ৮ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

সহজে ব্যবসা করার সূচকে ৮ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ব্যবসা করা কিছুটা সহজ হয়েছে। ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস রিপোর্টে সহজে ব্যবসা করার সূচক অনুযায়ী এ বছর ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৮তম। গতবার যা ছিল ১৭৬তম। বাংলাদেশের এতটা এগিয়ে আসার কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে আগের চেয়ে খরচ কমেছে, রাজধানী ঢাকাসহ শহর এলাকায় বিদ্যুৎ প্রাপ্তি সহজ হয়েছে। এবং উদ্যোক্তাগণ ঋণপ্রাপ্তির যাবতীয় তথ্য এখন সহজে, আরও বিস্তারিত আকারে পাচ্ছেন। এবারের প্রতিবেদনে শীর্ষ স্থানে আছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে সিঙ্গাপুর ও হংকং। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে। ব্যবসা শুরু করা, ঋণপ্রাপ্তি, বিদ্যুৎপ্রাপ্তি, কর প্রদান, চুক্তির বাস্তবায়ন ইত্যাদি সূচক দিয়ে ১৯০টি দেশের ব্যবসা করার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

পুঁজিবাজারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আইপিও সৌদি আরামকো

০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রিয়াদ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে রেকর্ড গড়ল সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি সৌদি আরামকো। কোম্পানিটি গণপ্রস্তাবের মাধ্যমে রেকর্ড ২৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এর আগে শীর্ষ ই-কমার্স কোম্পানি চীনের আলিবাবা ২০১৪ সালে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়ে ২৫ বিলিয়ন ডলার মূলধন সংগ্রহ করেছিল। ২৫ নভেম্বর থেকে ০৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানিটির শেয়ারের দর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রিয়াদ পুঁজিবাজার কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন শুরু হয়েছে এবং প্রথম দিনই শেয়ারের সর্বোচ্চ দাম বেড়েছে। জ্বালানি খাতের বিশাল এ কোম্পানিটি এর আগে এক বিবৃতিতে জানায়, কোম্পানির মোট শেয়ারের দেড় শতাংশ বাজারে ছাড়া হবে। প্রতি শেয়ারের দাম হবে ৩০ থেকে ৩২ সৌদি রিয়াল (৮ থেকে ৮.৫০ ডলার)। অর্থনীতিকে আধুনিকীকরণ ও তেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের পরিকল্পনাতেই এই শেয়ার বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়। এর মাধ্যমে সৌদি আরব তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে আসার চেষ্টা করছে এবং তারই অংশ হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক এ কোম্পানিকে

শেয়ারবাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। সৌদি আরবের বিপুল তেল সম্পদ উত্তোলনের জন্য ১৯৩৩ সালে সৌদি আরব ও ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির (পরবর্তী সময়ে শেভরন নামে পরিচিতি পায়) মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির পর প্রতিষ্ঠিত হয় আরামকো। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে পুরো কোম্পানিটিই কিনে নেয় সৌদি সরকার।

বিশ্বে প্রতি বছর নষ্ট হওয়া খাবার দিয়ে ২০০ কোটি লোককে খাওয়ানো সম্ভব

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএওর মতে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১৪০ কোটি টন খাবার নষ্ট হয়। সংস্থাটি বলছে, এই নষ্ট হওয়া খাবার বিশ্বে মোট খাদ্য জোগানের এক-তৃতীয়াংশ, যা দিয়ে প্রতিবছর ২০০ কোটি মানুষকে পেট ভরে খাওয়ানো সম্ভব। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর নানাভাবে খাদ্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে মাঠ থেকে থালা পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিটি স্তরেই খাদ্য নষ্ট হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের হিসাব অনুযায়ী ফসল কাটার পরের পর্যায়ে উৎপাদনের মোট ১০ শতাংশ নষ্ট হয়। ২০১৮ সালে মোট উৎপাদিত ধানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ টন। গবেষণার ফল অনুযায়ী, প্রায় ৩৬ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে। ধনী দেশগুলোতে ভোক্তারা বছরে ২২ কোটি ২০ লাখ টন খাবার নষ্ট করেন, যা সাব-সাহারা দেশগুলোর মোট খাদ্য উৎপাদনের সমান। জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, (unenvironment.org) যে পরিমাণ খাবার দুনিয়াজুড়ে বর্তমানে নষ্ট করা হয়, তার এক-চতুর্থাংশও যদি বাঁচানো যায়, তাহলে তা দিয়ে ৮৭ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানো সম্ভব। দেশে নগরায়ণ বাড়ার ফলে খাদ্য উৎপাদনের জায়গা থেকে চূড়ান্ত ভোক্তার দূরত্ব বাড়ছে। শহরে পরিবারগুলোতে আশপাশের মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে কম। জীবনযাত্রার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁদের খাবার গ্রহণের নির্দিষ্ট কিছু ধরণ থাকে। প্রতি বেলা বাজার বা খাবার রান্নার বদলে রান্না করে রাখা খাবার খাওয়ার প্রবণতা থাকে। এর ফলে খাবার নষ্ট হয় বেশি। সেই সঙ্গে থাকে বাইরে খাওয়ার অভ্যাস এবং সুপার শপ থেকে খাদ্যদ্রব্য কেনার স্বভাব। ফলে বড় শহরে খাবার নষ্টও হয় অনেক বেশি। অনেক দেশই খাবার নষ্ট প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ইতালি খাবার নষ্ট রোধ করতে আইন করেছে। আইন অনুযায়ী বিক্রি না হওয়া খাবার ব্যবসায়ীরা ফেলে না দিয়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে দান করবেন।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯)

মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর পক্ষ থেকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন করেছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইসিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন। এসময় আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাফা (SAFA) ও আইসিএবি পুরস্কার পেল আইসিবি

বেস্ট প্রেজেন্টেড অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৮-এর জন্য South Asian Federation of Accountants (SAFA) আইসিবির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক পাবলিক সেক্টর এন্টিটিজ ক্যাটাগরিতে প্রথম রানার আপ হিসেবে "SAFA Best Presented Annual Report Awards 2018" পুরস্কার প্রদান করেছে। দি ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর Review Committee for Public Accounts & Reports (RCPAR) এর জুরি বোর্ড আইসিবির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে আইসিবিকে "Second Position under the category: Public Sector Entities"এ ভূষিত করেছে। ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে এক অনুষ্ঠানে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আইসিবি-এর ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি)-এর ৯৬তম সভা

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯৬তম সভা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের লেভেল-১৫ এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য সভায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণকে CISA (Certified Information Systems Auditor)-সহ সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত ডিগ্রী অর্জনের জন্য প্রণোদনা দেয়া, আইসিবির সাথে সরকারের CMDPLA অনুযায়ী সরকারের পাওনা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ হয়ে গেলে উক্ত চুক্তি থেকে বের হওয়ার উপায় নির্ধারণ, অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন, গ্রিন-বন্ড, ওয়েলথ্ ম্যানেজমেন্টসহ নতুন ব্যবসায়িক ধারণাকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আইসিবির যোগ্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিতভাবে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় লীজ, প্লেসমেন্ট, বন্ড ইত্যাদিতে অর্থায়ন করার জন্য ভালো গ্রাহক ও ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনসহ সকলকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। পরিশেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আইসিবির কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মান বৃদ্ধি ও উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া, সভায় কর্পোরেশনের উন্নতি, সুনাম অক্ষুন্ন রাখা এবং কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ হোটেল পুর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা এ অনুষ্ঠিত হয়। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন। সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। কর্পোরেশনের অব্যাহত উন্নতির জন্য শেয়ারহোল্ডারগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইসিবি সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ৬০.১৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ১০% স্টক লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। ইতোপূর্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪১.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরসমূহের ন্যায় আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ট্রাস্টি কর্মকান্ডে সন্তোষজনক অবস্থানে ছিল। এ ছাড়া সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও পুঁজিবাজারে আইসিবির ভূমিকা ও অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শেয়ারহোল্ডার, বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সকল স্টেকহোল্ডারগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা ২০১৯ পেল আইসিবি

২০১৮-১৯ কর বছরে "অ-ব্যাংকিং আর্থিক" শ্রেণিতে ২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-কে ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০১৯ প্রদান করা হয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মোস্তফা কামাল, এমপি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন।

আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে কর্মচারিগণের শিশু সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন

০১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর প্রধান কার্যালয়ে ডে-কেয়ার সেন্টার (শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র) উদ্বোধন করা হয়। আইসিবিতে কর্মরত কর্মচারীগণের সন্তান অফিস চলাকালীন সময়ে এখানে বিশেষ পরিচর্যা পাবে। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে ডে-কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেনসহ কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-BIBM, BICM, BIM, NAPD, BIPD, Rapport Bangladesh Ltd., National Institute of Bank Management, India (Pune), ICLIF (Thailand), Bangkok School of Management (BSM), IMTC (Malaysia) এবং আইসিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি স্মৃতিঃ

Snaps of Internal Training Programme

দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার

The Changes in New VAT Laws & Stretegies to Implement

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এন্ড সিকিউরিটি এনালাইসিস

সেবা সহজিকরণ

ESET Antivirus Software

প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ ও শৃঙ্খলা

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। এ তহবিল হতে ৪৮টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৯,৭৬৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৯০০.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৬২০.৩৬	২২	৬১৫.৭৯	১৮	৫৮৩.৪৫	১৮	৫৫৩.৯৮
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	৩৯৮.৫২	২১	৩২৩.৯৫	১৭	৩১৬.৫৫	১৭	২৮৯.৪৬
মোট	৪৮	৯৭৯.৭৭	৪৩	৯৩৯.৭৪	৩৫	৯০০.০০	৩৫	৯০৩.৮৭

আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপনী
অক্টোবর	৯৬.৮০	৯৬.৮০	৭৯.৪০	৮১.৩০
নভেম্বর	৮১.০০	৯৪.৬০	৭৮.২০	৮২.৩০
ডিসেম্বর	৮৩.৮০	৮৪.২০	৭৬.৩০	৭৬.৮০

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি

যোগদান

কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন-কে অভিনন্দন জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.১৯-২২৪ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব মোঃ জাকির হোসেন-কে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে ইনভেস্টমেন্ট

কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ পদায়ন করার প্রেক্ষিতে তিনি ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদান করেন। কর্পোরেশন নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করছে।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন ১৯৮৮ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ বত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে তিনি জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন এরিয়া ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এ ছাড়াও, তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (আইবিবি) এর একজন ডিপ্লোমায়েড এসোসিয়েটস (ডিএআইবিবি)। তিনি বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে ব্যাংকিং সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং "ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ে সিঙ্গাপুর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ জাকির হোসেন ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

অবসর গ্রহণ

কর্ম জীবনের সায়াহ্নে আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে মোট ৬ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহা. তোহুরুল ইসলাম, ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক মিজ মুনিরা খাতুন, ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব তারেক নিজাম উদ্দিন আহমেদ, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. জাকির হোসেন খান, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব আবুল কালাম মজুমদার এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কেয়ারটেকার জনাব মো. আব্দুল করিম অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পদোন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০৪.১৯-২২১নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম-কে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক-এ পদায়ন করা হয়েছে।

জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম জনতা ব্যাংক-এ সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে জনতা ব্যাংক-এ জেনারেল ম্যানেজার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে আইসিবিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে আইসিবিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। আইসিবিতে থাকাকালীন তিনি আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, গোল্ডেন সন লিমিটেড, রিপাবলিক ইনসুরেন্স কোম্পানি লি., ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লি., বাংলাদেশ এ্যারোমা টি লি. এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মোসাদ্দেক-উল-আলম অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জনাব মো. মোসাদ্দেক-উল-আলম এর সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

শোক বার্তা

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. রুহুল আমীন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং জনাব মো: আমিনুল কাদের খান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এছাড়াও ১৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মোঃ মাসুদ রানা প্রাং এর পিতা জনাব মোঃ শমসের আলী প্রাং, ১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের ড্রাইভার জনাব মোঃ আব্দুল আলী এর মাতা এবং ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সিনিয়র অফিসার মিজ হুমায়রা আফরিন তানিয়ার মাতা মোসাঃ মনোয়ারা বেগম মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কর্পোরেশন সকল মরহুম/মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

২০১৯ সাল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য মন্দার বার্তা নিয়ে আসলেও বাংলাদেশের জন্য ছিল ব্যতিক্রম। চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব পড়ছে পুরো বিশ্বজুড়েই। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থা তাদের উদ্বেগ জানালেও বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদের কথাই বলেছে। শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাসহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বেশ প্রশংসনীয়। নানা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বছরের শেষ প্রান্তিকে এসে বাংলাদেশের অর্থনীতি সামনের দিকে অগ্রসর হবে এমনটিই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অর্থনীতির সূচকগুলো কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও আশা জাগানিয়া সংবাদ হচ্ছে দেশের ব্যবসার পরিবেশের উন্নতির সুফল এরই মধ্যে পড়তে শুরু করছে। সেই সাথে বিদেশি বিনিয়োগে মন্দা কাটাতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের সুফলও মিলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	৫.৪৭%	৬.০৫%	৫.৭৫%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)	৫.৫০%	৫.৫৬%	৫.৫৯%

ডিসেম্বর, ২০১৯ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ১,২৯,৪৪,৩৫১ মিলিয়ন, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১,১৫,৫৩,৬০৭ মিলিয়ন। টাকার মোট যোগান বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১২ শতাংশ বেশি।

চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,০৫,১৬১.৩৫ কোটি টাকা। ডিসেম্বর-২০১৯ মাস পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ৭.৩৯ শতাংশ যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬.৩৯ শতাংশ।

ডিসেম্বর, ২০১৮-তে বৈদেশিক রিজার্ভ এর পরিমাণ ছিল ৩২,০১৬.৩০ মিলিয়ন ডলার। ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে রিজার্ভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময় হতে প্রায় ৬৭২ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৩২,৬৮৯.২০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স পরিবর্তন নিম্নে দেয়া হলোঃ

স্টক এক্সচেঞ্জ	ইনডেক্স	৩১ অক্টোবর, ২০১৯	২৮ নভেম্বর, ২০১৯	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৪৬৮২.৯০	৪৭৩১.৪৪	৪৪৫২.৯৩
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	৮৬৪৬.১১	৮৭৪৩.৩৭	৮১৮৭.৯১

ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাতের পার্থক্য (স্প্রেড হার) ৩.৯৮ শতাংশে অবস্থান করছে যা, ডিসেম্বর, ২০১৮ তে ছিল ৪.২৩ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের রেমিট্যান্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিট্যান্স আয় ও রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

খাতসমূহ	২০১৮-১৯ অর্থবছর			২০১৯-২০ অর্থবছর		
	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
রেমিট্যান্স আয়	১,২৩৯.১১	১,১৮০.৪৪	১,৬৪১.৬৭	১,৬৪১.৬৭	১,৫৫৫.২৩	১,৬৮৭.১৫
রপ্তানি আয়	৩,৭১১.১৮	৩,৪২১.৯৮	৩,৪২৬.১১	৩,০৭৩.২০	৩,০৫৫.৮৫	৩,৫২৫.০৯

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৩,৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৩,৮৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর শেষে রপ্তানি আয় ৩ শতাংশ বৃদ্ধিপেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর মাস শেষে দাঁড়িছে ৩,৫২৫.০৯ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১৯ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে টাকার মূল্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(৩০.১২.২০১৯ তারিখে)

আন্তর্জাতিক কারেন্সি	ক্রয়মূল্য (টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৮৪.৯০	৮৪.৯০
১ ইউরো	৯৪.৮৮	৯৪.৯০
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড	১০১.০২	১০১.০৪
১ জাপানি ইয়েন	০.৭৮	০.৭৮
১ ইন্ডিয়ান রুপি	১.১৯	১.১৯

অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের মধ্যে ২০১৯ সাল জুড়ে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ইতিবাচক ধারায় ছিল, যা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। অর্থনীতির অন্য সূচকগুলো নেতিবাচক ধারায় ছিল, যা আগামী অর্থবছরের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে। উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারকে নিতে হবে দ্রুত পদক্ষেপ। বছর জুড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যেসব উপাদান কাজ করে তা থেকে উত্তরণে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ এখনো চোখে পড়েনি। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইলে ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী করতে হবে, রাজস্ব আয়ে বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে, সক্ষমতা বাড়াতে হবে, আমদানি ও রপ্তানি আয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করাসহ ঋণখেলাপিদের সুবিধা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বিশ্ব প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ ২০ দেশের তালিকায় আছে বাংলাদেশ। নানা অর্থনৈতিক সংকটে বিশ্বের অনেক দেশই হয়তো এ তালিকা থেকে ছিটকে যাবে, বাংলাদেশ নিজের অবস্থান ধরে রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সূত্রঃ
1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd
3. www.dsebd.org
4. www.cse.com.bd

পুঁজিবাজার

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৪৪৫২.৯৩ পয়েন্ট-এ যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৪৯৪৯.৪০ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিএসই এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩,৯৫,৫১০.৬৪ ও ৩,১৮৯.৯৬ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৩৭,৩৭,৫৬৯.৬২ ও ৩,০৪২.৯৮ মিলিয়ন টাকা।

অপরদিকে, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৮,১৮৭.৯১ পয়েন্ট-এ যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৯,১৪০.০১ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সিএসই-এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬,৮৮,৮৭৬.০১ ও ১৮৭.৭৮ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল যথাক্রমে ২৮,৫৭,৬৪৯.৯৮ ও ২৫০.০৪ মিলিয়ন টাকা।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স
০১-১০-২০১৯	১০০২৩৪	১০৫১০৬১০৫	৩০৪২.৯৮	৩৭৩৭৫৬৯.৬২	৪৯৪৯.৪০	৫০৪৮	৬৮৭৯৮৯৩	২৯৪.৯১	৩০২০৯৭৮.১৭	৯১৪০.০১
০৩-১০-২০১৯	১০৭১৩৬	১২৬০৬৭১৪৩	৩২৮৬.৩৯	৩৭২৭৩৪৫.৯৭	৪৯৩৭.৮২	৫৪৫১	৫১৮৪৯৬৯	১৫১.১৬	৩০০৯৭৩৫.৬২	৯১২২.৯৩
১০-১০-২০১৯	১০৫৪৭৩	৯৪৭২৮২৮৪	৩২৭৮.১৮	৩৬৩৩৪৬৪.৬৩	৪৮১০.২২	৫১২৫	৫৪৮০১৭৭	১২৩.৮২	২৯২২৫৭০.৫৪	৮৯০০.৫৮
১৭-১০-২০১৯	১০০৫১০	১০০৫৫১৭০১	৩১৩১.৪১	৩৫৯০৩৩৭.০৭	৪৭৭১.০০	৫০০৮	৮৫৪১০৬৫	১৮৫.৫৪	২৮৭৭৮৪২.০৮	৮৮১৬.৯১
২৪-১০-২০১৯	১০৬১০৮	১০৪৭৫৩০৯৯	৩২২৬.৯২	৩৬১০৯২৩.৩৬	৪৭৭২.০০	৫৫২৫	৬১৩৩৮২৭	২০৪.২৭	২৮৯৬৭৮৪.৯৮	৮৮৩২.৫১
৩১-১০-২০১৯	১২৫৮৮৬	১৩৬৭৬৪১৫২	৪০৫৪.৩২	৩৫৫৯৩৮০.৮০	৪৬৮২.৯০	৬৫২২	৮৯১৯৭৫৯	১৮৩.২৪	২৮৪৪৯৬১.১৩	৮৬৪৬.১১
০৭-১১-২০১৯	১১২৫৪৭	১২৮৯১৬৬০২	৩৬৭০.৯২	৩৫৯১১০২.৯৭	৪৭৭১.৯২	৬৪৭৬	১০৭৩৫৯০৯	৯০০.৬১	২৮৭৮০৫৩.৪৯	৮৭৯৮.৬২
১৪-১১-২০১৯	১০০৫৬৫	১১৪৮০৭৭৫০	৩১৯০.৯৬	৩৫৪৯৫০২.৮৩	৪৭১০.৩৭	৫৩৬৪	৩৮১৮৪৪১০	১১০৮.৭৩	২৮৪১৬৪০.৯৩	৮৭০৮.৩৩
২১-১১-২০১৯	১২১২৬২	১৪৬০০১৩৪৯	৪২১০.১৭	৩৫৭০৮১২.৯৭	৪৭০৬.৬৭	৬৭৩১	৭১১৯৪৮০	১৫২.৯৩	২৮৫৩৮৬৪.৪১	৮৬৭৫.৮৬
২৮-১১-২০১৯	১২৯১২৮	১৮৭৬৪১৭৩৬	৪৩০২.০০	৩৫৬৭০৩৮.১১	৪৭৩১.৪৪	৮২৩৬	১২২৩৬৪৭০	২৫৭.৫১	২৮৫৮৬০১.১২	৮৭৪৩.৩৭
০৫-১২-২০১৯	১২৭০৮১	১৭৭৪০৩৮৮৭	৪৩২৪.১৯	৩৫২৩৭৪৬.২২	৪৬৭১.৩৪	৭২৭৫	১০৩৫০০৫৬	২৫০.৬৫	২৮১৭০৮২.৫০	৮৬২২.৭১
১২-১২-২০১৯	১১৫১৫৯	১৩১৮২৯৩৪০	৩৪৯৫.৯৩	৩৪৩৬৯৭৫.৭৯	৪৫১৪.৪৫	১০১৮১	১৩০০১৪০১	২৬৪.৮২	২৭৩০৬০২.৪২	৮৩৩১.৭৪
১৯-১২-২০১৯	১০১১১৮	১০৭৬১৩১১৮	২৭৬৪.৩৭	৩৩৯৬০৪৫.৯৯	৪৪৫৬.৮৪	৬০৯৭	৬৩২৪৫৭৫	১৯১.১৩	২৬৮৫৭৭২.০৯	৮২০৬.৫৮
২৬-১২-২০১৯	৯৩৪৫৪	৯৯৮৪৬০৪৫	৩০৫০.৬৩	৩৩৮৪৯৩৪.১২	৪৪১৮.৮৪	৪৪১৭	৭৩২৪৭৮৯	৩৯৭.৭০	২৬৮৬১৫৫.৫৩	৮১৬৩.৭৪
৩০-১২-২০১৯	১০০০১৫	১১০৩৭৮৬৭৭	৩১৮৯.৯৬	৩৩৯৫৫১০.৬৪	৪৪৫২.৯৩	৫৯১৯	৬৬৫৮২৩২	১৮৭.৭৭	২৬৮৮৮৭৬.০১	৮১৮৭.৯১
দৈনিক গড় (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯)	১১১৬০৫	১২৪৮৪১২৯২	৩৪৬৪.৫৬			৬৩১৫	৮৭৫৭৪৩২	২১৮.৪৫		
মাসিক গড় অক্টোবর, ২০১৯	১০৪২৩৯	১০৫৩৩৬২৭৫	৩১৯১.০১			৫২৬৬	৮২৭৮৪৩৮	১৯০.৬৬		
মাসিক গড় নভেম্বর, ২০১৯	১২১১৪৪	১৩৯৬৫২৬২২	৩৯০০.৪৬			৬৬৩০	৯৭৭৭১৫৫	২৭২.৩৪		
মাসিক গড় ডিসেম্বর, ২০১৯	১১০৬৪৬	১৩২২২৬০৪৭	৩৩৫১.৩৬			৭১৬৮	৮৩১৫৫৮৮	১৯৭.৮৩		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন	৩,৮৫,৯১৫.৭৫	১৩.৫৭	গ্রামীণফোন	৩,৮৭,৮০৬.২০	১৪.৪২
২	বিএটিবিসি	১,৭৪,৫৮২.০০	৬.১৪	বিএটিবিসি	১,৭৪,৩৮৪.০০	৬.৪৯
৩	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১,৬০,৪০৫.৪২	৫.৬৪	স্কয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্	১,৬১,৫৮৭.৪০	৬.০১
৪	ইউনাইটেড পাওয়ার	১,২৯,২৭২.০৫	৪.৫৪	ইউনাইটেড পাওয়ার	১,৩১,৬৯৬.২০	৪.৯০
৫	রেনেটা লিমিটেড	৯৭১৩৮.১০	৩.৪১	ব্র্যাক ব্যাংক	৬৯,৯৩২.৪০	২.৬০

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %
১	কেপিসিএল	১৩৫.৬৬	৪.২৫	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স	৪১.৪৭	২২.০৮
২	ব্র্যাক ব্যাংক	১৩৩.০০	৪.১৭	রেকিট বেন্‌কিজার	১৮.৩০	৯.৭৪
৩	ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স	৯৬.৩৯	৩.০২	জেনেক্স ইনফোসিস	৯.০৭	৪.৮৩
৪	বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস্	৭৯.২৩	২.৪৮	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৮.৬১	৪.৫৮
৫	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	৭৭.৪৮	২.৪৩	রিং শাইন টেক্স.	৬.৮৪	৩.৬৪

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বাটা সু	৭২.৭৯	৯.৫৬
২	রেকিট বেনকিজার	৭০.২২	৪৫.৪৮
৩	লিনডে বাংলাদেশ	৬৫.৯৫	১৯.৭০
৪	ম্যারিকো বাংলাদেশ	৬৪.২৩	২৬.০৫
৫	বিএটিবিসি	৫৫.৬২	১৭.৪৪

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ফারইস্ট ফাইন্যান্স	৩.৮৪	০.৮১	জেনারেশন নেক্সট	১.০০	০.৪৩
২	রতনপুর স্টিল	৪.২০	৫.৫৮	সি এন্ড এ টেক্সটাইল	১.৮৩	১.০৪
৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক	৪.২৩	৩.১২	কেয়া কসমেটিকস্	২.৫০	১.২০
৪	ওয়েস্ট্রার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড	৪.৬৯	২.৩৯	তুং হাই নিটিং	২.৫৩	০.৮৩
৫	ইসলামী ব্যাংক	৪.৮৭	৩.৯২	ফারইস্ট ফাইন্যান্স	৪.০৯	০.৮১

তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট আয় (কোটি টাকায়)	সমাপনী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	২৫০০	১১৩২.৩০	৩৬.৬৭	-	২৭.১৭	৩.০৮	৩৩.০৮	২২৫.৩৬	১৮.২০	২৩.২৩	-	৯.১৪
আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড	৪০০	৩৫৩.৪০	৫১.০৫	২১.৮৮	১৪.৭৩	০.১৬	১২.১৮	৪৫.০০	২৫.৬০	১৫.৯২	১.৯১	১৩.৪০
তিতাস গ্যাস ট্রান্স. এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি.	২০০০	৯৮৯.২০	-	৭৫.০০	১৪.১৫	১.৮৮	৮.৯৭	৪৬৪.৪৬	৩০.৯০	৭০.০৮	৪.৭০	৬.৫৮
শাশা ডেনিমস্ লিমিটেড	২২৫	১৩৪.৩০	৩৭.৫৭	-	১৭.৬৭	৩.১৯	৪১.৫৭	৩৯.০৩	২৪.৭০	৪৪.২৬	২.৯১	৮.৫০
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ	১০০	৫৬.৫০	৬০.৬৭	-	২৬.০৭	১.৩১	১১.৯৫	৮০.৯৮	১৬৪.৮০	৮২.৬৮	১৪.৩৩	১১.৫০

*সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; ডিসেম্বর, ২০১৯। *৩০.১২.২০১৯ ইং তারিখে*

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৪৯৪৭.৬৪	৪৪৫২.৯৩	-১০.০০
	সিএসসিএক্স	৯১৩৯.৬৬	৯১৪০.০১	০.০০
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২১৭৫৫.৮৪	২৩৬৫৬.৬২	৮.৭৪
হংকং	হ্যাং সেং	২৬০৯২.২৭	২৮১৮৯.৭৫	৮.০৪
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	৩৮৬৬৭.৩৩	৪১২৫৩.৭৪	৬.৬৯
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	২৯০৫.১৯	৩০৫০.১২	৪.৯৯
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৭৭৭৯.০৭	৭৮১৫.২৬	০.৪৭
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৬৩৬.৭২	১৫৭৯.৮৪	-৩.৪৮
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অলশেয়ার ইনডেক্স	৫৭৩৮.২৪	৬১২৯.২১	৬.৮১
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭৪২২.৮৭	৭৫৪২.৪৪	১.৬১
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১২৪২৮.০৮	১৩২৪৯.০১	৬.৬১
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৫৬৭৭.৭৯	৫৯৭৮.০৬	৫.২৯
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৭৯৯৯.৩৪	৮৯৭২.৬০	১২.১৭
	ডিজেআইএ	২৬৯১৬.৮৩	২৮৫৩৮.৪৪	৬.০২
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২৯৭৬.৭৪	৩২৩০.৭৮	৮.৫৩
ব্রাজিল	বোভেসপা	১০৪৭৪৫.০০	১১৫৯৬৪.০০	১০.৭১

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

পাঠশালা

Sukuk: A new frontier for financing in Bangladesh

Acquaintance

A Sukuk is an Islamic financial instrument, similar to a bond, which, however, complies with Islamic religious law called Shariah. The AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, the body which issues standards on accounting, auditing, governance, ethical and Shari'a standards) defines Sukuk as -

- securities of equal denomination representing individual ownership interests in a portfolio of eligible existing or future assets; or
- certificates of equal value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or
- (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity.

The Islamic Financial Services Board defines sukuk as -

- certificates with each sakk representing a proportional undivided ownership right in tangible assets, or a pool of predominantly tangible assets, or a business venture. These assets may be in a specific project or investment activity in accordance with Sharia rules and principles;

The Securities Commission of Malaysia defined sukuk as -

- a document or certificate, which represents the value of an asset;

Need

Sharia forbids both the trading of short-term debt instruments except at face value and the drawing upon the established interbank money markets (both being seen as transactions involve interest and excessive uncertainty (Gharar). As a consequence, prior to the development of the sukuk market, the balance sheets of Islamic financial institutions tended to be highly illiquid and lacking in short and medium term investment opportunities for their current assets.

Structure and characteristics

Sukuk are structured in several different ways. (The AAOIFI has laid down 14 different types of sukuk.) While a conventional bond is a promise to repay a loan, sukuk constitute partial ownership in a debt, asset, project, business or investment.

- Debt (Sukuk Murabaha): These sukuk are not common because their payments to investors represent debt and are therefore not tradable or negotiable according to sharia. (If diluted with other non-murahaha sukuk in a mixed portfolio they may be traded).
- Asset (Sukuk Al Ijara): These are "essentially" rental or lease contracts, or conventional lease-revenue bonds. With these sukuk, the borrower's tangible asset is 'sold' to the financier and then 'leased' back to the borrowers. The borrowers then make regular payments back to the financiers from the income stream generated by the asset. They are the most common type of sukuk , and have been described (by Faleel Jamaldeen) as well known because of simplicity, tradability and ability to provide a fixed flow of income.
- Asset at a future date: (Sukuk al-Salam). In this sukuk the SPV does not buy an asset but agrees to buy one at a future date in exchange for advance payments. The asset is then sold in the future for its cost plus a profit by an agent. On (or before) the date agreed to in the contract, the seller delivers the asset to the agent who sells the asset who passes the proceeds (minus expenses/fees) on to the SPV, which distributes the proceeds to the sukuk holders. Sukuk al-Salamare (at least usually) used to support a company's short term liquidity requirements. Holders receive payment not with a regular flow of income, but at maturity-similar to a zero-coupon bond.
- Project (Sukuk Al Istisna): These sukuk are complex and cannot be traded in the secondary market or sold to a third party for less than its face value.
- Business (Sukuk Al Musharaka): These sukuk holders are also the owners of the originator issuing the sukuk and participate in the decision-making. These sukuk can be traded in the secondary market; or
- Investment (Sukuk Al Istithmar).

The most commonly used sukuk structures replicate the cash flows of conventional bonds. Such structures are listed on exchanges, commonly the Luxembourg Stock Exchange and London Stock Exchange in Europe, and made tradable through conventional organisations like Euroclear or Clearstream. A key technique to achieve capital protection without amounting to a loan is a binding promise to repurchase certain assets; e.g. in the case of Sukuk Al Ijara, by the issuer. In the meantime a rent is being paid, which is often benchmarked to an interest rate (LIBOR is the most common though its use is criticized by some Sharia Scholars).

The most accepted structure, which is tradable, is thereafter the Sukuk Al Ijara. Debt certificates can only be bought before the finance occurs and then held to maturity, from an Islamic perspective. This is critical for debt trading at market value without incurring the prohibited riba (interest on money).

(To be continued)

শুদ্ধাচার কর্নার

কর্পোরেশনের নৈতিকতা কমিটির ২০১৯-২০ অর্থবছরের ২য় সভা ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে কর্পোরেশনের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। একই দিনে কর্পোরেশনের শাখাসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৯-২০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ফিডব্যাক সভা কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. রিফাত হাসান এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের কমিটি কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কর্পোরেশনের শাখা কার্যালয়সমূহের ফোকাল পয়েন্ট/সংশিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

এপিএ কর্নার

সরকার বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সঙ্গে তাদের স্ব-স্ব মাঠ পর্যায়ের দপ্তর/কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির জুলাই-ডিসেম্বর মাসের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে এপিএ টিমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোতে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীকে নতুন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যে সকল বিও হিসাব নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে সে সকল বিও হিসাবধারকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সক্রিয় করার জন্য সভার সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করত: উক্ত বিষয়ে এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য সংশিষ্ট ডিভিশনকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন কর্নার

"সেবা সহজিকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় আইসিবির বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়ন করা হয়। আইসিবির বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় আইসিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনোভেশন সেল-এর যৌথ উদ্যোগে ৯-১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে "সেবা সহজিকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির ২৫ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

অভিব্যক্তি

পুঁজিবাজার ভাবনা

কে.এম ইসমাইল হোসেন

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের গতি প্রকৃতি বুঝতে গলদগর্ম হচ্ছে বাজার সংশ্লিষ্ট তাবৎ গবেষক। দেশ-বিদেশের পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা করেও বুঝা যাচ্ছে না বাংলার পুঁজিবাজারের আচরণ। বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা না থাকলেও সেদিনের বাংলার দুর্দশার মতো আজকের পুঁজিবাজারের দৈন্যদশা দেখলে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা হয়তো বলতেন
"বাংলার পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, ...এই দুর্দিনে কে দেবে আশা, কে দেবে ভরসা"

না, পুঁজিবাজারে ভরসা পাবার মতো আশার বাণী কোন গবেষক এখন পর্যন্ত শুনায়নি। আশায় আশায় ধীরে ধীরে আরও নিঃস্ব হতে চলেছে এ দেশের হাজার হাজার বিনিয়োগকারী। বাজারের গতি ফেরাতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি কোন টনিক। বাজার স্বাভাবিক করতে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তাতে আশানুরূপ কোন প্রতিফলন ঘটেনি। গতি ফিরেনি পুঁজিবাজারের। গতি ফেরাতে ইদানিং কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

১. দশ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গঠনের প্রস্তাবনা;
২. বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার বিষয়ক জ্ঞান দান;
৩. শেয়ার দর উঠা-নামায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক বিধি নিষেধ আরোপ;
৪. কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণার বিষয়ে বিধান (বোনাস/নগদ) আরোপ;
৫. শেয়ারের দর বৃদ্ধি নিয়ে বিনিয়োগকারী/কোম্পানিকে সতর্ক করা;

না, লিখে শেষ করা যাবে না। এমন হাজারো ধারণা ঘুরপাক খাচ্ছে বাজারের গতি অনুসন্ধানকারী গবেষকগণের মাথায়।

পুঁজিবাজার গবেষকগণকে আরও যে বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন তা হলোঃ

- শেয়ার বাই-ব্যাক আইন তথা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা আইন প্রণয়ন;
- কোম্পানির পরিচালকদের পুঁজিবাজারের আইন যথাযথ পরিপালনে বাধ্যকরণ;
- স্পন্সর পরিচালকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারধারণে বাধ্যকরণ;
- সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ;
- বাজারের লেনদেনের উপর ভিত্তি করে আইপিও ও রাইট শেয়ার ইস্যু অনুমোদন;

পুঁজিবাজারের সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা। আমাদের দেশের পুঁজিবাজার থেকে উদ্যোক্তাগণ বলতে গেলে এক প্রকার ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্তির মতো অর্থ উত্তোলন করেন। কারণ, এখান থেকে টাকা নেয়ার পর কোন কোম্পানি কোন প্রকার লভ্যাংশ প্রদান না করলেও তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় না। তাছাড়া, বছরের পর বছর ডিভিডেন্ড না দিয়ে বরং তালিকাচ্যুতির পথে হাটতেই তাদের বেশী পছন্দ। তাতে বিনিয়োগকারীগণ নিঃস্ব হলেও কোম্পানির কোন প্রকার ক্ষতি নেই বরং তালিকাচ্যুত হলে তারা সব রকম বিধিবিধান পালন থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। অথচ এই তালিকাচ্যুতিকেই কোম্পানির জন্য শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় (!)। প্রকৃত পক্ষে এটি কোম্পানির নয় বরং বিনিয়োগকারীদের জন্য শাস্তি, যা অনেকটা বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো অবস্থা। কোন কোম্পানি তালিকাচ্যুত করার পূর্বে ঐ কোম্পানির শেয়ারধারণকারীদের কাছ থেকে নীট সম্পদমূল্য অথবা ইস্যুমূল্যে কোম্পানিকে শেয়ার বাই-ব্যাক করতে বাধ্য করা প্রয়োজন যাতে বিনিয়োগকারীগণ একেবারে নিঃস্ব না হয়। এতে বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শোয়ার বাই-ব্যাক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রণীত বিধানের আলোকে তালিকাভুক্ত কম্পানির উদ্যোক্তাগণকে সম্মিলিতভাবে ৩০% শেয়ার এবং পৃথকভাবে ২% শেয়ার ধারণ করার কথা, অথচ উক্ত বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলেছে অনেক কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালকগণ। আবার অনেক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হঠকারী করে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগকারীগণকে লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত করে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে এ বিষয়ে কঠোর হওয়া প্রয়োজন যাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানির পরিচালকগণ এহেন কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে নিম্নক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;
"ডিভিডেন্ড প্রদানে ব্যর্থ এবং BSEC এর আইন পরিপালনে ব্যর্থ কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালকগণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের CIB রিপোর্টে ডিভিডেন্ড/আইন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করে ঋণ খেলাপীর অনুরূপ বিধান কার্যকর করা।"

বাজারের গতি ফেরাতে যে প্রতিষ্ঠানটি সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও বিষোদগার করছে কতকলোক। কারো কারো ধারণা যত নষ্টের মূল এই প্রতিষ্ঠানটি। অথচ কে না জানে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর স্বার্থে কত কিছুই না করছে এই প্রতিষ্ঠানটি এবং আজও করে যাচ্ছে অবলীলায়। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের পরস্পর দোষারোপের অভ্যাস পরিহার করা প্রয়োজন। বাজার সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই একটি গতিশীল কাঙ্খিত পুঁজিবাজার উপহার দিতে পারে। আশার কথা হচ্ছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে শুরু করে সবাই চাচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজিবাজার হয়ে উঠুক গতিশীল ও স্বাভাবিক। এর জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাজার চালিকাশক্তির দৃঢ় ও কঠোর

পদক্ষেপ এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিধি-বিধান পালনে সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করার ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি।

পরাজয়ের মুখে নতুন আশা বুকে ধারণ করে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যেমন বলেছিলেন:

"গোলাম হোসেন, আমি আবার সৈন্য সংগ্রহ করবো, আবার যুদ্ধ করবো, এই জন্মে না পারি, জন্ম-জন্মান্তরে এই কলঙ্ক আমরা দূর করবো"।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা মতো দেশের লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীগণ এখনও আশায় বুক বেঁধে আছে একটা সুন্দর ও সাবলীল পুঁজিবাজারের প্রত্যাশায়। নিঃস্ব বিনিয়োগকারীদের ভাগ্য নিয়ে ইতিহাসের সেই মীর জাফরের মত ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে ছিনিমিনি খেলার সাহস না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পুঁজিবাজারের গতিশীলতা আনয়নে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হলে পুঁজিবাজারে ইতিহাসের করুণ পুনরাবৃত্তি ঘটার আশংকা থাকবে না। বিনিয়োগকারীগণের ঘুরে দাঁড়ানোর আকাঙ্খার প্রাক্কালে ধ্বনিত হবে না বাংলার ইতিহাসের জঘন্য চরিত্র মীরনের সেই সংলাপ; "সে সুযোগ তুমি পাবে না শয়তান"।

আমাদের সুন্দর আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটুক আগামী দিনগুলোতে। অনাবিল হাসি ফুটে উঠুক পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের মুখে। আরও গতিশীল হোক আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

লেখক আইসিবি হিউম্যান রিসোর্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর সিনিয়র অফিসার

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনে সরকার ও আইসিবির উদ্যোগ

আয়শা সিদ্দিকা

উদ্ভাবন বা ইনোভেশন-এর ধারণাটি মূলত: বেসরকারি খাত থেকে এসেছে। সরকারি খাতে এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যপ্তি নিয়ে তাত্ত্বিকগণের বিভিন্ন মত ও পর্যালোচনা রয়েছে। পৃথিবীব্যাপী সরকারি খাতে উদ্ভাবন বিষয়ক একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নাই। বরং উদ্ভাবন প্রত্যয়টির প্রয়োগ এবং সংজ্ঞা উভয়ই প্রাসঙ্গিক বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রিক। জনপ্রশাসন অথবা নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি ধারণা যা বাংলাদেশ জনপ্রশাসনে সম্প্রতি এ সংক্রান্তবিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে। সরকার ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রকল্প একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম নাগরিক সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবায় উদ্ভবনের ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের নির্দেশনা সূচক ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বর্তমানে জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী চর্চার সুযোগ তৈরি করার জন্য কাজ করছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল অডিট অফিসের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন বলতে বুঝানো হয়েছেঃ

- অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা দেশ হতে কোন সৃজনশীল চর্চা নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা; অথবা
- সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চার অবতারণা করা; যা-
- প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদানের প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।
- এটি ছোটখাটো পরিবর্তন হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগে সৃজনশীলতা প্রয়োজন। তবে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবন এক নয়। যেখানে সৃজনশীলতা প্রধানত: মনোজাগতিক ও ধারণা কেন্দ্রিক সেখানে উদ্ভাবন প্রায়োগিক বা চর্চা কেন্দ্রিক। একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম সেবা গ্রহীতার প্রেক্ষাপট থেকে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনকে বিশেষণও প্রয়োগ করতে আগ্রহী। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা করা যার ফলে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকের আগের তুলনায় সময়, খরচ ও অফিস-যাতায়াত সাশ্রয় হয়। তবে বিদ্যমান চর্চায় পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি।

ইনোভেশন নির্দিষ্ট একক কোন সরল রেখায় চলে না। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়েরই সমান সুযোগ রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, গণকর্মচারিগণের দক্ষতা, প্রণোদনা, এবং ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা-কে জরুরী বলে মনে করা হয়। জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করে-

- উদ্ভাবনী ধারণার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তগণের সক্রিয় সম্পৃক্তি;
- উদ্ভাবনী উদ্যেগের জন্য প্রণোদনা;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিকল্পনায় সেবা গ্রহীতার সম্পৃক্তি; এবং
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন।

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাগণকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আর উদ্ভাবনের সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা টিম লিডারের অবশ্যই সরকারি খাতে উদ্ভাবন সম্পর্কে, উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে, অভীষ্ঠ

গোষ্ঠির সমস্যা ও চাহিদা এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্যের আলোকে কোথায় কখন উদ্ভাবন দরকার সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ধারণা থাকা দরকার। সরকারি খাতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার পরিবেশ তৈরি করা এবং উদ্ভাবনের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এরূপ আইন, নিয়ম, রীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংস্কার প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান চর্চায় পরিবর্তন হোক বা অন্যত্র থেকে নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করা চর্চা হোক বা সম্পূর্ণ নতুন কোন চর্চা হোক না কেন, জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন এমন একটি বিষয় যা নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুনভাবে জনসুবিধা বৃদ্ধি পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এর আগে নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগ বা চর্চা হয়নি। আর নতুন চর্চার প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রচেষ্টাটি সফল কিংবা ব্যর্থ হতে পারে। উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে ঝুঁকির এ সম্পর্কের কারণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা করা দুরূহ। সরকারি জনবল নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর স্বচ্ছন্দ। ফলে উদ্ভাবনী চর্চার সাথে গণকর্মচারিগণকে সম্পৃক্ত করা কঠিন হতে পারে। এ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার সংস্কৃতি তৈরি করতে এবং এ লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা-২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে এই উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও নানবিধ উদ্যোগ নিয়েছেন ও সফল হচ্ছেন। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ভাগ করে তা প্রণয়নের দিকে আলোকপাত, প্রতিটি অফিসে ইনোভেশন কর্নার তৈরী ও ইনোভেশন সেল ও টিম গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কর্ম পরিকল্পনায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্র-

১. সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ;
২. দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্ম প্রক্রিয়া উন্নয়ন;
৩. উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ তৈরী;
৪. পার্টনারশীপ ওয়ার্কিং তৈরী;
৫. সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার।

সরকারি খাতে উদ্ভাবনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা এবং ঝুঁকি বিমুখতা। সরকারি কাজে পূর্ববর্তীতাকে অনুসরণ করা হয় আর সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং ব্যর্থতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর গণকর্মচারিগণের সামাজিকীকরণ সেভাবেই করা হয়েছে। তাঁরা নিয়ম মাফিক রুটিন কাজ করতে অভ্যস্ত এবং অধিকতর স্বচ্ছন্দ; যা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণকে বাধাগ্রস্থ করে। এছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে সাহসিকতা এবং সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য পৃথক কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই।
যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে জনগণের কাঙ্খিত সেবাকে মানসম্মত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব। এবং এর ফলে উদ্ভাবনী সফলতার ফলাফল উপায়ও বাতলে দেয়া আছে এই কর্মপরিকল্পনায়-

- যোগ্য ও কার্যকরী নেতৃত্ব;
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সমর্থন;
- উদ্ভাবন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা;
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে নিজ প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবন সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা;
- কনিষ্ঠ সহকর্মীদের উদ্ভাবনী ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা;
- প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা, হোক তা আর্থিক বা অন্য যে কোন ধরণের স্বীকৃতি;
- সর্বোপরি, জনসুবিধা বৃদ্ধির আকাঙ্খা আর উদ্ভাবনী উদ্যোগে জনসম্পৃক্তির মানসিকতা।

এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন, ইনোভেশন ফান্ড প্রবর্তন ইত্যাদিও এ সংক্রান্ত এক ধরণের সাম্প্রতিক ঝোঁক। যেসব দেশে ইনোভেশন টিম গঠন হয়েছে তা বিশেষণে দেখা যায় যে, অবস্থান, গঠন কাঠামো, সংখ্যা এবং অনুসৃত কর্মপদ্ধতি বিবেচনায় এ টিমগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। সমাজের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যা সেবা গ্রহিতার সেবা প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে এবং সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বিশ্বব্যাপী সরকারি পর্যায়ে ইনোভেশন টিমগুলোর নিম্নোক্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়-

- উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রণয়ন;
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি;
- উদ্ভাবন সংক্রান্ত জ্ঞান/শিক্ষা প্রদান; এবং
- উদ্ভাবনের নীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পিছিয়ে নেই। আইসিবি প্রধান কার্যালয়ে ইনোভেশন সেল গঠনসহ আইসিবির প্রধান কার্যালয়, প্রতিটি শাখায় ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ইনোভেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের (যেমন- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ, উদ্ভাবন, প্রকল্প ডিজাইন, মেন্টরিং প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ আয়োজন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ রাখা, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী থেকে নাগরিক সেবা উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ, ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) উন্নয়ন সংক্রান্ত আইডিয়া আহবানের মাধ্যমে আইডিয়া প্রাপ্তি ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিবির ইনোভেশন টিম কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আলোকে অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে আইসিবি ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা শতভাগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে আইসিবি ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৫ নম্বর পেয়ে অসাধারণ মান অর্জন করেছে। বিশেষত আইসিবি তার ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন তথা সমগ্র উদ্ভাবন চক্রে সেবা গ্রহীতার সরাসরি সংশ্লিষ্টতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে ও চেষ্টা অব্যহত আছে।

লেখক আইসিবি খুলনা শাখার সিনিয়র অফিসার
বিশেষ কৃতজ্ঞতা- জনাব মুহাম্মদ আবুল খায়ের আজাদ, সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনোভেশন টিম কর্মকর্তা

শব্দদূষণ সৃষ্টিতে হাইড্রোলিক হর্ন

মোঃ আহসান উল্লাহ বাচ্চু

বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের কারণগুলোর মধ্যে শব্দদূষণ একটি অন্যতম কারণ। বর্তমানে শব্দদূষণ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই আশংকাজনক। শব্দদূষণ বলতে মানুষের বা কোনো প্রাণীর শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ সৃষ্টির কারণে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়। সাধারণতঃ যানবাহনের হর্ন, ভবনের নির্মাণকাজ, কলকারখানা এবং মাইকিংয়ে বিশেষ করে সিগন্যালগুলোতে একসঙ্গে অনেক গাড়ির হর্ন বাজানো থেকে এরকম তীব্র শব্দের উৎপত্তি হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর ফলে শব্দদূষণের সৃষ্টি হয়। যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার এই শব্দদূষণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। শব্দদূষণের কারণে দুশ্চিন্তা, উগ্রতা, উচ্চ রক্তচাপ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাত, স্মরণশক্তি হ্রাস, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

শব্দদূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু এবং বয়স্করা। শব্দদূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ প্রণয়ন করা হলেও সেটা রয়েছে শুধু কাগজে কলমে। বিধি অনুযায়ি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়ের সামনে এবং আবাসিক এলাকায় হর্ন বাজানো, মাইকিং করা সেইসঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে জোরে শব্দ সৃষ্টি করা আইনত দন্ডনীয়। আইন অমান্য করলে প্রথমবার অপরাধের জন্য এক মাস কারাদন্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য ছয় মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের তেমন কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, মানুষের শব্দ গ্রহণের স্বাভাবিক মাত্রা ৪০-৫০ ডেসিবল। পরিবেশ অধিদফতরের এক জরিপে দেখা যায় দেশের বিভাগীয় শহরগুলোয় শব্দের মানমাত্রা ১৩০ ডেসিবল ছাড়িয়ে গেছে, যা স্বাভাবিক মাত্রার চাইতে আড়াই থেকে তিনগুন বেশি। শব্দদূষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার পেছনে হাইড্রোলিক হর্ন বাজানোকেই প্রধান কারণ হিসেবে মনে হয়। বাসা থেকে বের হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিনিয়ত হাইড্রোলিক হর্নের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। বিশেষ করে চাকুরীজীবী ও শিক্ষার্থীরা হাইড্রোলিক হর্ন বাজানোর কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

১৯৮৩ সালের মোটরযান আইন অনুযায়ী হাইড্রোলিক হর্ন বাজানোয় সর্বোচ্চ ১০০ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। এর দীর্ঘদিন পর ২০১৭ সালে যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এসব নির্দেশনার পর মাঝে মাঝে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার হাইড্রোলিক হর্ন খুলে নষ্ট করে যা পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। দুঃখজনক হচ্ছে, সারাদেশে যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করছে না কেউ বরং দেশের অধিকাংশ যানবাহনেই হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধের জন্য বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগসহ শাস্তির মাত্রাও বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) তৎপরতা আরো জোরদার করা না হলে উচ্চমাত্রার শব্দ সৃষ্টিকারী হর্নের ব্যবহার বন্ধ হবে না। এক্ষেত্রে হাইড্রোলিক হর্ন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বন্ধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি গাড়ির চালকদের অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানোর অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। এছাড়া, শব্দ দূষণ প্রতিরোধে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে।

লেখক প্রিন্সিপাল অফিসার, ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্ট

কবিতা

শহিদমিনার

হাসিন মোয়াজ্জেম

শহিদমিনার
ইট-পাথরে দাঁড়িয়ে থাকা নিছক কোনো 'আকার' নয়
বছরব্যাপী অযত্নে আর অবহেলায় রাখার নয়।

শহিদমিনার
একক কোনো ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী দল বা জাতির নয়
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ শুধুই মাতামাতির নয়।

শহিদমিনার
মাতৃভাষা, বর্ণমালার শক্তিশালী ধারক সে
বায়ান্নতে ভাই হারানোর জাজ্বল্যমান 'স্মারক' সে।

শহিদমিনার
দেশকে নিয়ে সব মানুষের সম্মিলনের 'কিনার' হোক
ভাষার জন্য সবার মনেও এমন একটি মিনার হোক।

লেখক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয় এর অফিসার।

অপচয়-আর নয়

আয়শা সুলতানা

বলব কত? অপচয়ের ধরন ধারণ
নিজের উপরই জুলুম করি
মানি নাকো শাসন বারণ।।

উদরপূর্তি করি বটে
তুলি তৃপ্তির ঢেকুর,
খানিকপর পাকস্থলী
করে নাকো কসুর।।

আরও বলি-
অপচয়ের কত ঝাঁজ,
কাজের মাঝে ফেসবুক
নাকি ফেসবুকের মাঝে কাজ।।

সময়ের অপচয় আর মেধার সর্বনাশ,
ফলাফল পাই কেবল টেনশন বারোমাস।।

মিটিং সিটিং আর মেহমানদারীতে,
বেহিসাবি খানা পিনা ডিসেন্টের প্যাকেটে।।

বিশেষ দিনে কার্ড বিলাই পরিচিত জনে,
দিনশেষে সেগুলো দেখি ডাস্টবিনের কোণে।।

অপচয়- জীবনের ক্ষয়
আর নয় আর নয়,
শেষ হোক কান্নার
অন্তরে আলো ঝরুক হীরেমোতি পান্নার।।

লেখিকা আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক।

AlphaRating

18 November, 2019

Managing Director
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban, 08, Rajuk Avenue, Dhaka-1000.

Subject: Credit Rating of Investment Corporation of Bangladesh.

Dear Sir,

We are pleased to inform you that Alpha Credit Rating Limited (Alpha Rating) has assigned the following rating to **Investment Corporation of Bangladesh.**

Date of Declaration	Valid Till	Rating Action	Long Term Rating	Short Term Rating	Outlook
18 November, 2019	17 November, 2020	Surveillance	AAA	ST-1	Stable

The Short-term and Long-term rating is valid up to the earlier of 17 November, 2020 or the limit expiry date of respective credit facility. The rating may be changed or revised prior to expiry, if warranted by extraordinary circumstances in the management, operations and/or performance of the entity rated.

We, Alpha Credit Rating Limited, while assigning this rating to **Investment Corporation of Bangladesh**, hereby solemnly declare that:

(i) We, Alpha Credit Rating Limited as well as the analysts of the rating have examined, prepared, finalized and issued this report without compromising with the matters of our conflict of interest, if there be any; and

(ii) We have complied with all the requirements, policy and procedures of these rules as prescribed by the Bangladesh Securities and Exchange Commission in respect of this rating.

We hope the rating will serve the intended purpose of your organization.

With kind regards,

Mainul Islam Chowdhury FCCA
Chief Operating Officer

This letter forms an integral part of the credit rating report

Alpha Credit Rating Limited, Sadharan Bima Bhaban-2 (8th Floor), 139 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Tel: +880-2-9573025,9573026,9573027,9573028, www.alpharating.com.bd, E-mail: info@alpharating.com.bd

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- অন্ট্রাপ্রেনরশিপ সাপোর্ট ফান্ড;
- ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি (এএমসিএল) কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	সর্বশেষ মূল্য নির্ধারণী তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	১৭ নভেম্বর ২০১৯	-	২৬০.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	৮৬.০০	৮৩.০০
আইসিবিএএমসিএলইউনিটফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	২০৫.০০	২০০.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১৮৫.০০	১৮০.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	৮.৯০	৮.৬০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	৮.৯০	৮.৬০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০২ মার্চ ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	৯.৩০	৯.০০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৩ এপ্রিল ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	৯.৯০	৯.৬০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১০.৮০	১০.৫০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১০.০০	৯.৭০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১০.৫০	১০.২০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৯ আগস্ট ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১১.১০	১০.৮০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	৭ নভেম্বর ২০১৬	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১১.০০	১০.৭০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২২ ডিসেম্বর ২০১৯	১০.৩০	১০.০০
আইসিবি এএমসিএল ২য় এনআরবি ইউনিট ফান্ড	২৪ ডিসেম্বর ২০১৮	০৭ জুলাই ২০১৯	১০.১০	৯.৮০

*১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ২৪ | পৌষ ১৪২৬ | ডিসেম্বর ২০১৯

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে।
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
রিফাত আনোয়ার
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
e-mail : agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No. : 9585092
Mobile : 01817085300

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...